দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৭/৮ কলাম ১

রাবির নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বাধা

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেওয়ার ঘটনাটি দুঃখজনক। মহানগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী সন্ত্রাসী আচরণের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষাগুলো ভণ্ডুল করে দেওয়া আইনের লঙ্ঘনও কি নয়? কর্তৃপক্ষ সরকারি বিধিবিধান মেনেই তো পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। উপ-উপাচার্য ও আইসিটি সেন্টারের প্রশাসকের বাসভবনে গিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিও কি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া নয়?

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র বলছে, পরীক্ষাবিরোধীদের দাবি, বয়সসীমার শর্ত তুলে দিয়ে স্থানীয় সরকারদলীয় লোকদের নিয়োগের সুযোগ করে দিতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি কি তবে সরকারি চাকরির বিধি মানতে পারবে না? নিয়োগবিরোধীরা মাস্টার্স পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অপদস্থ করতেও তাদের বাধেনি। প্রক্টর বলেছেন, পরীক্ষাবিরোধীদের মুখে ছিল 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান। নিয়োগ-বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, দখলবাজির মতো অপরাধে ক্ষমতাসীন দলের শক্তি ব্যবহার করে কিংবা নাম ভাঙিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির ঘটনা অতীতেও আমরা অনেক দেখেছি। খোদ প্রধানমন্ত্রীকে অনেকবার ছাত্রলীগের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে হয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কোনো রাজনৈতিক দল দূরের কথা, সরকারেরও অধীন নয়। কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ে এই কর্তৃত্ব অস্বীকার করা যায় না; সরকারি বিধিবিধান লঙ্ঘনেরও অধিকার কেউ রাখে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এর আগেও স্থানীয় রাজনৈতিক মহল থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। শুধু কি এই প্রতিষ্ঠান? সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলে রাজনৈতিক মহল থেকে। উপাচার্য, এমনকি শিক্ষক নিয়োগেও রাজনৈতিক পরিচিতি বড় করে দেখা হয়। জাতির বাতিঘর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। মেধাবী শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবে। রাজনীতির দূষণ থেকে মুক্ত রাখতেই ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন করা হয়েছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুরোপুরি এই আইনে চলার কথা থাকলেও বিভিন্ন সময় বাদ সাধে ক্ষমতাসীন মহল। জাতির অগ্রগতির প্রয়োজনেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সাবলীলভাবে চলতে দিতে হবে।

কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী বিভিন্ন জেলা থেকে রাজশাহী এসেও পরীক্ষা দিতে পারলেন না, উল্টো ভোগান্তির শিকার হলেন। সব চাপ অগ্রাহ্য করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ পরীক্ষা নতুন করে নিতে হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনায় সরকারি দলের ভাবমূর্তিও কি ক্ষুণ্ন হয়নি? পরীক্ষা ভণ্ডুলের ঘটনায় জড়িত সবার বিরুদ্ধে আইনানুগ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হবে।